ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 104 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬০ ● কলকাতা ● ০৬ আশ্বিন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 67

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এই পবিত্রতা চিত্তকে শক্তিশালী করে। আর মানুষের অতীতকাল চিত্তকে কমজোর করে। আর মানুষের আসক্তি চিত্তকে স্থির হতে দেয় না। সেইজন্য এই দুই থেকে বাঁচলেই চিত্ত শুদ্ধ পবিত্র হয়ে সশক্ত হয় আর সশক্ত চিত্তের প্রার্থনা পূর্ণ হয়।"

"কোন কিছুরই আসক্তি হোক, তা ঘাতক হয়। আর কোন স্ত্রীর প্রতি আসক্তি চিত্তের দ্বিগুণ লোকসান করে। স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি বোঝার আগে স্ত্রীলোককে বোঝা দরকার আছে। স্ত্রীলোকের নির্মাণ পরমাত্মা শক্তি রূপে করেছেন। মানুষের শক্তিকে ক্রিয়ান্বিত করবার জন্য পরমাত্মা 'স্ত্রী'র নির্মাণ করেছেন।

ক্রমশঃ

ফের দুই শীর্ষ মাওবাদী কমান্ডারকে নিকেশ করল নিরাপত্তা বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাওবাদী দমনে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) মহারাষ্ট্র-ছত্তিশগড় সীমান্তে নারায়ণপুরের অবুঝামড় অঞ্চলে লড়াইয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছেন মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সদস্য কাট্টা রামচন্দ্র রেড্ডি এবং কাদরি সত্যনারায়ণ রেড্ডি।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত কয়েক মাসে মাওবাদীদের অধিকাংশ শীর্ষ নেতাকেই খতম করা হয়েছে। মাত্র ১০ মাওবাদী কমান্ডার বা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বেঁচে। তারা হলেন-মুপাল্লা লক্ষণ রাও, মালোজোল্লা বেণুগোপাল, থিপ্পিরি থিরুপতি (মাওবাদীদের নয়া সাধারণ সম্পাদক), পুল্লারি প্রসাদ রাও, পাকা হনুমানথুলু, পুসুনুরু নরহরি (এরা সবাই তেলেঙ্গানার), মিশির বেসরা ও অনল দা (ঝাড়খণ্ড), মাধবী হিডমা ও মাজ্জিদেব (দুজনেই ছত্তিশগড়ের)। এদের মধ্যে মুপাল্লা লক্ষণ রাও দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। আর মাধবী হিডমা দণ্ডকারণ্য বিশেষ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন।এই দুজনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লাল সন্ত্রাস মুক্ত হওয়ার দিকে আরও এক ধাপ এগোল দেশ। বর্তমানে মাত্র ১০ মাওবাদী কমান্ডার বা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিরাপত্তা বাহিনীর

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ভারতের MSME-নেতৃত্বাধীন মুদ্রণ, ব্র্যান্ডিং এবং সাইনেজ শিল্প নতুন নতুন উদ্ভাবন তুলে ধরতে প্রস্তুত। নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মিডিয়া এক্সপো ২০২৫-এ

নয়াদিল্লি, ভারত: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ঐতিহ্যের দ্বারা সমর্থিত, আসন্ন সংস্করণে ১২৫+ প্রদর্শক উপস্থিত থাকবেন, যার মধ্যে ২০+ নতুন প্রদর্শক থাকবেন, যারা ১২,০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ৩০০+ পণ্য এবং ২০০+ ব্র্যান্ড প্রদর্শন করবেন। AT Inks, Britomatics, Colorjet, EPSON, LISCO, Mimaki, Monotech, Mehta CAD CAM, Negi Sign এবং Satyam Plastic সহ অন্যান্য নামীদামী ব্র্যান্ডগুলি তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

এই বছরের একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হল ক্রমবর্ধমান পণ্য বিভাগ হিসাবে ডিজিটাল সাইনেজ-এর শক্তিশালী উত্থান যা প্রযুক্তি-নেতৃত্বাধীন আকর্ষণীয় উদ্ভাবনের প্রতি এই খাতের ঝোঁককে প্রতিফলিত করে। পণ্য প্রদর্শনীতে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভিজ্যুয়াল যোগাযোগ বাস্তুতন্ত্রে মুদ্রণ এবং উদীয়মান ডিজিটাল প্রযুক্তির উত্তরাধিকার কীভাবে ক্রমবর্ধমানভাবে সহাবস্থান করছে তা প্রতিফলিত হবে। আসন্ন সংস্করণে, অংশগ্রহণকারীরা প্রিন্ট এবং ডিজিটাল শিল্পের উদ্ভাবনগুলি সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন যা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের বিভিন্ন বাজারে, প্রিন্টিং এবং সাইনেজ এন্টারপ্রাইজ - কমপ্যাক্ট পাড়ার প্রিন্ট শপ থেকে শুরু করে উন্নত প্রেস এবং গতিশীল OOH-DOOH ফার্মগুলি - দেশের সবচেয়ে স্থিতিস্থাপক MSME শিল্প বিভাগগুলির মধ্যে একটি। এই ব্যবসাগুলি বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ডিং, প্রিন্টিং এবং সাইনেজ শিল্পের মেরুদণ্ড গঠন করে।

প্রদর্শনীকারীরা গতিশীল প্রদর্শনী এবং লাইভ প্রদর্শনী উপস্থাপন করবেন যা প্রিন্ট এবং ডিসপ্লে প্রযুক্তির সর্বশেষ বিষয়গুলিকে তুলে ধরে। সাইনেজ সমাধানের পাশাপাশি, দর্শনার্থীরা স্মার্ট LED ডিসপ্লে, প্লাজমা স্ক্রিন, বৈদ্যুতিক সাইন উপাদান, নিয়ন-গ্লো সাইন, বিলবোর্ডের সমাধান, বাস আশ্রয়স্থল, ট্র্যাফিক সাইনেজ, বিজ্ঞাপন, কিয়স্ক সমাধান, উন্নত U V ফ্ল্যাটবেড প্রিন্টার, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সাবস্ট্রেট, টেক্সটাইল প্রিন্টিং সমাধান, প্রতিরক্ষামূলক প্যাকেজিং এবং পরবর্তী প্রজন্মের ল্যামিনেটরগুলিতে উদ্ভাবন দেখতে পাবেন - যা আজ শিল্পকে রূপদানকারী অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিস্তৃত পরিসর প্রদর্শন করে। অনেক কোম্পানি ব্যবসাগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা বহুমুখী, সাশ্রয়ী এবং টেকসই পণ্য প্রবর্তন করছে, অন্যদিকে ইন্টারেক্টিভ ডেমো এবং হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পৃক্ততাকে আরও অর্থবহ করে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়।

মিডিয়া এক্সপো নয়াদিল্লি এই গতিশীল বাস্তুতন্ত্রকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসবে। অনুষ্ঠানের আগে, মেসে ফ্রাঙ্কফুর্ট এশিয়া হোল্ডিংস লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক এবং বোর্ড সদস্য মিঃ রাজ মানেক বলেন: "বিমানবন্দর এবং মেট্রো থেকে শুরু করে স্মার্ট খুচরা ফর্ম্যাট এবং শেষ মাইল ডেলিভারি নেটওয়ার্ক - প্রধান অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতের ডিজিটাল OOH এবং সাইনেজ সেক্টর পুনর্গঠিত হচ্ছে। মিডিয়া এক্সপো নয়াদিল্লি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে যেখানে নির্মাতারা, মুদ্রণ, সমাধান প্রদানকারী এবং বিজ্ঞাপনদাতারা উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিতে একত্রিত হন। টেকসই স্থানীয়করণ এবং ডিজিটালাইজেশন, শিল্প অগ্রাধিকারের সাথে, এই সংস্করণটি ভিজ্যুয়াল যোগাযোগের ক্ষেত্রে পণ্য এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শিল্পের পরবর্তী পদক্ষেপকে প্রতিফলিত করবে।"

ই-কমার্সের উত্থান প্যাকেজিংয়ের জন্য অভূতপূর্ব চাহিদা তৈরি করেছে যখন ডিজিটাল প্রিন্টিংয়ের অগ্রগতি কাস্টমাইজেশন এবং ব্যক্তিগতকরণের জন্য নতুন সুযোগ উন্মোচন করেছে। স্বল্পমেয়াদী উৎপাদনের মতো যা একসময় অবাস্তব বলে মনে হত তা এখন লাভজনক এবং দক্ষ হয়ে উঠেছে, ঐতিহ্যবাহী অফসেট প্রিন্টিংয়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যাওয়া প্রযুক্তির জন্য ধন্যবাদ। ফলস্বরূপ, শিল্পটি এখন আর কেবল ফ্লেক্স ব্যানার এবং প্রচলিত সাইনবোর্ড দ্বারা সংজ্ঞায়িত নয়, বরং LED স্ক্রিন, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সাবস্ট্রেট, পরিবেশ বান্ধব কালি এবং উচ্চ-গতির ফিনিশিং সমাধান দ্বারা সংজ্ঞায়িত যা পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণের একটি খাতকে প্রতিফলিত করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) অটোমেশন, ডিজাইন টুলস, রিয়েল টাইম আপডেট এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সরঞ্জামগুলির ক্রমবর্ধমান মিশ্রণের সাথে সাথে, প্রিন্ট, DOOH এবং খুচরা প্রদর্শনের গতিশীলতা আরও রূপান্তরিত হতে চলেছে - উৎপাদনকে আরও স্মার্ট, দ্রুত এবং আরও ডেটা প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলবে। বৃহৎ আকারের খুচরা আউটলেট এবং মল, বিমানবন্দর এবং আরও অনেক পাবলিক স্থানে ডিজিটাল সাইনেজ এবং বাড়ির বাইরে বিজ্ঞাপন মনোযোগ আকর্ষণ করলেও, মুদ্রণের স্থায়ী শক্তি - বিশেষ করে প্যাকেজিং এবং ই-কমার্স - মুদ্রণ ব্যবসার বৃদ্ধির গল্পের ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে।

টেক সায়েন্স রিসার্চ অনুসারে, ভারতের ডিজিটাল সাইনেজ বাজার, যার মূল্য ২০২৪ সালে ১.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০৩০ সালের মধ্যে ১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে, যা ১০% এরও বেশি CAGR হারে বৃদ্ধি পাবে। ২০২৪ সালে ভারতের DOOH বাজার ২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে, যা দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের মতো মহানগরীতে (IMARC গ্রুপ) নগর রূপান্তরের মাধ্যমে ২০৩৩ সালের মধ্যে ৬.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। ২০২৪ সালে ৩৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বাণিজ্যিক মুদ্রণ শিল্প ২০৩৩ সালের মধ্যে ৪৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা প্যাকেজিং এবং ই-কমার্সের বৃদ্ধির মাধ্যমে সমর্থিত। ক্রমবর্ধমান ই-কমার্স শিল্পের প্যাকেজিং চাহিদার দ্বারা এর ভূমিকা পুনর্গঠিত হচ্ছে, যেখানে ব্র্যান্ডিং, সম্মতি এবং ভোক্তাদের অংশগ্রহণের জন্য প্রিন্ট অপরিহার্য। LED ভিডিও ওয়াল এবং স্ক্রিন, ডিজিটাল স্ট্যান্ডি এবং সাইনেজ আগের চেয়ে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভারত জুড়ে দ্রুত অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে, DOOH একটি উচ্চ-প্রভাবশালী মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে যা সৃজনশীলতা, ডেটা এবং স্কেলকে একত্রিত করে।

তিন দিন ধরে, দর্শনার্থীরা 3M এবং ইনফিনিটি ট্রেড অ্যান্ড মার্কেটিং সলিউশনস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (ITMS ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) দ্বারা চালিত যানবাহন ব্র্যান্ডিং-এর উপর র‍্যাপ মাস্টারক্লাসের একটি লাইভ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। মিডিয়া এক্সপোর গতিপথ এটি যে শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে তা প্রতিফলিত করে। গত পাঁচ বছরে, শোটি দর্শকদের পাশাপাশি প্রদর্শকদের স্কেল এবং পণ্য বিভাগের পরিধিতে ক্রমাগতভাবে প্রসারিত হয়েছে, সাইনেজ, ব্র্যান্ডিং এবং প্রিন্টিং বিভাগগুলিকে দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

জ্ঞান অধিবেশনের মাধ্যমে স্থায়িত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং এই বিভাগে ব্র্যান্ড এবং পণ্য প্রদর্শনকে উৎসাহিত করা থেকে শুরু করে, এক্সপোটি বছরের পর বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়েছে। মুম্বাই, নয়াদিল্লি এবং চেন্নাইতে এর সংস্করণগুলি কেবল ভৌগোলিক সম্প্রসারণই নয়, বরং ভারতের ভিজ্যুয়াল যোগাযোগের ভূদৃশ্য জুড়ে অংশীদারদের বৈচিত্র্যময় এবং পরিবর্তিত চাহিদা পূরণের প্রস্তুতিও প্রতিফলিত করে।

এই গতিকে দিল্লি প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অফসেট প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো শক্তিশালী শিল্প সংস্থাগুলি দ্বারা সমর্থিত করা হয়েছে, যা শিল্পের মূল্য শৃঙ্খলে শোটির নাগালকে শক্তিশালী করে চলেছে।

অস্ত্র-সহ ধরা পড়লেও তৃণমূল কাউন্সিলকে ছেড়ে দেওয়া হয়: শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা বিমানবন্দরে অস্ত্র-সহ ধরা পড়েছেন তৃণমূলের এক কাউন্সিলর । অভিযোগ, তারপরেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। সোমবার এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর অভিযোগ, ''মমতা পুলিশ''-এর প্রশ্রয়েই তৃণমূল নেতারা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন।

রাজ্যে এমনিতেই অবৈধ বন্দুক, বোমার কারবার বেড়েই চলেছে। ক'দিন আগেই গুলশান কলোনির ঘটনাই এর প্রমাণ। তবে সেই ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেয়েছে কলকাতা পুলিশ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই ভরসন্ধ্যায় গুলশান কলোনিতে বন্দুক উঁচিয়ে দৌড়তে দেখা গিয়েছিল দুষ্কৃতীদের। সেই ঘটনা নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ফিরোজ খান ওরফে মিনি ফিরোজকে রোববার রাতেই ধরেছে কলকাতা পুলিশ। এই দুষ্কৃতীকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের দল।বিরোধী দলনেতা এক্স-এ লেখেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পূজালী পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমিরুল ইসলামকে রবিবার কলকাতা বিমানবন্দরে গ্রেফতার করে সিআইএসএফ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। নিয়ম মেনে তাঁকে বিমানবন্দর থানায় (বিধাননগর কমিশনারেট) হস্তান্তর করা হলেও পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর।

তাঁর প্রশ্ন, ''কী পরিকল্পনা ছিল আমিরুলের? রাজ্যের বাইরে অস্ত্র পাচার? নাকি বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা? যে নেতা নিজের ঊর্ধ্বতনদের মতোই ভাবলেন চোরাচালান হোক বা অস্ত্রপাচার, কোনও ক্ষতি হবে না, কারণ প্রশাসন তো মমতার নির্দেশেই চলে!'বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, রাজ্যে তৃণমূল নেতারা এখন চরম বেপরোয়া। ''চাঁদাবাজি, দেহরক্ষী বাহিনী দিয়ে দাপট, সোনা পাচার, অস্ত্র পাচার সবই চলছে খোলাখুলি। পুলিশ রাজনৈতিক চাপে নতিস্বীকার করে হাত গুটিয়ে বসে আছে।''

শুভেন্দুর অভিযোগ, ''বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার, উপরে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই কাজ করেন। তাই এত বড় অপরাধেও অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে ছেড়ে দেওয়া হল।''

ঘটনার সঠিক চিত্র জনসমক্ষে আনার দাবি করেছেন শুভেন্দু। টুইটে তাঁর আবেদন, সিআইএসএফ যেন গ্রেফতারের ফুটেজ প্রকাশ করে। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনকে অনুরোধ করেছেন, কেন্দ্র যেন রাজ্য সরকারের কাছে এ বিষয়ে রিপোর্ট তলব করে।

জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর ২টো ১৫ নাগাদ আমিরুল ইসলাম বিমানবন্দরে পৌঁছন। মুম্বইয়ের বিমান ধরার কথা ছিল তাঁর। সিকিউরিটি চেকইনের সময় ধরা পড়ে আমিরুলের কাছে থাকা বন্দুক এবং কার্তুজ। এই কার্তুজ এবং বন্দুকের বৈধ নথি দেখাতে পারেননি কাউন্সিলর।

(১ম পাতার পর)

অস্ত্র-সহ ধরা পড়লেও তৃণমূল কাউন্সিলকে ছেড়ে দেওয়া হয়: শুভেন্দু

নাগালের বাইরে রয়ে গিয়েছে। যদিও খুব শিগগিরই ওই ১০ কমান্ডারকে নিকেশ করার হুঙ্কার ছেড়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা। নিহত দুই মাওবাদী কমান্ডারের মাথার দাম ছিল ৪০ লক্ষ টাকা করে।

এদিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দুই মাওবাদী কমান্ডারকে নিকেশের খবর জানিয়ে 'এক্স' হ্যান্ডলে লিখেছেন 'আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী নকশালদের বিরুদ্ধে আরেকটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে। মহারাষ্ট্র-ছত্তিশগড় সীমান্তে নারায়ণপুরের অবুঝামড় অঞ্চলে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সদস্য কাট্টা রামচন্দ্র রেড্ডি এবং কাদরি সত্যনারায়ণ রেড্ডিকে নিকেশ করেছে। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী নকশালদের শীর্ষ নেতৃত্বকে পরিকল্পিতভাবে ভেঙে দিচ্ছে, লাল সন্ত্রাসের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।'২০২৬ সালের মধ্যে দেশকে মাওবাদী-মুক্ত করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় জোরকদমে মাওবাদী দমন অভিযান 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট' শুরু হয়। এপ্রিল মাস থেকে এখনও পর্যন্ত ছত্তিশগড়-মহারাষ্ট্র-ওড়িশা সহ মাও অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকশো মাওবাদীকে নিকেশ করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। তার মধ্যে রয়েছে সিপিআই-মাওবাদীর সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু। গত ১১ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হন শীর্ষ মাওবাদী নেতা মনোজ ওরফে মোডেম বালকৃষ্ণ। গত ১৩ সেপ্টেম্বর তেলঙ্গানা পুলিশের ডিজিপর কাছে আত্মসমর্পণ করেন মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পুথুলা পদ্মাবতী (কল্পনা নামে বেশি পরিচিত) মইনাক্কা, ময়নাবাঈ ও সুজাতা। এর মধ্যে সুজাতা প্রায় ৪৩ বছর আন্ডারগ্রাউন্ডে বা অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। এর দুই দিন বাদে ১৫ সেপ্টেম্বর কারান্ডোর জঙ্গলে ঝাড়খণ্ড পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারান আর এক কেন্দ্রীয় নেতা সহদেব সোরেন। তারও মাথার দাম ছিল এক কোটি। সহদেবের সঙ্গেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান রঘুনাথ হেমব্রম ও বীরসেন ঘাঞ্জু নামে আরও দুই দুধর্ষ মাওবাদী কমান্ডার।

সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার অভিযানের আওতায় স্তন ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি

কলকাতা,২২ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫

কলকাতায় অবস্থিত জাতীয় হোমিওপ্যাথি সংস্থা হাসপাতালের বহির্বিভাগ/কনফারেন্স রুমে 'সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার' অভিযানের আওতায় স্তন ক্যান্সার সম্পর্কিত সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচি আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল মহিলা রোগীদের স্তন ক্যান্সার, তার প্রাথমিক লক্ষণ এবং সময়মতন নিজেকে পরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

ইন্টার্ন ও স্নাতকোত্তর পড়ুয়ারা রোগীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা সম্পর্কিত IEC উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা করেন এবং এর মাধ্যমে মহিলা অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করা হয় :

প্রাথমিক পর্যায়ে স্তন ক্যান্সার শনাক্তকরণের গুরুত্ব।

সঠিক পদ্ধতিতে কীভাবে নিজেকে স্তন পরীক্ষা করতে হয়।

কখন এবং কত ঘন ঘন নিজেকে পরীক্ষা করা উচিত।

এই কর্মসূচি সচেতনতা বৃদ্ধি, ভুল ধারণা ভাঙা এবং মহিলাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতির উপর জোর দিয়েছে। এই কর্মসূচিতে ইন্টার্ন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনি এবং বিভাগীয় সদস্যরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন।

ড. ওমপ্রিয়া মিশ্র এই কর্মসূচি পরিচালনা করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের নিয়মিত স্ক্রিনিং, প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসকের পরামর্শ এবং স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনার গুরুত্ব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানান। তিনি মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে ও সমাজে এই সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। ড. অস্টিন জোস, ড. ললিত সিং এবং ড. লক্ষ্মী মাহাতো সমগ্র অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধান করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সঠিক দিশা দেন।

সম্পাদকীয়

২০৪৭ সালের মধ্যেই হবে বিকশিত উত্তরপ্রদেশ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মিশন ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূর্ণ করতে সারা রাজ্যে প্রচার শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। 'সমর্থ উত্তর প্রদেশ - বিকশিত উত্তর প্রদেশ @২০৪৭' নামে এই প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। এই প্রচারে রাজ্যের উন্নয়নের প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয়েছে।উল্লেখযোগ্যভাবে, আগ্রা, ফিরোজাবাদ, বাস্তি, জৌনপুর, কানপুর দেহাত, কানপুর নগর, গোরক্ষপুর, সাহারানপুর, শামলি, এটা, মীরাট, ফারুখাবাদ, মৈনপুরী, ললিতপুর, মহারাজগঞ্জ এবং প্রয়াগরাজ সহ গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলি থেকে ১ লক্ষ ১১ হাজারেরও বেশি পরামর্শ এসেছে। যোগী সরকার আশ্বাস দিয়েছে, এই মূল্যবান পরামর্শগুলি রাজ্যের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে সাহায্য করবে। যোগী জানিয়েছেন, মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ২০৪৭ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশকে একটি বিকশিত রাজ্যে পরিণত করবে।এর উপর ভিত্তি করেই আগামিদিনে উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের রোডম্যাপ গঠন হবে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের ৭৫টি জেলাজুড়ে, নোডাল অফিসার এবং বুদ্ধিজীবীরা রাজ্যের ছাত্র, শিক্ষক, শিল্প উদ্যোক্তা, কৃষক, এনজিও, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছেন। উত্তর প্রদেশের অগ্রগতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করবেন তাঁরা। জানা গিয়েছে রবিবার পর্যন্ত, এই প্রচারের পোর্টাল samarthuttarpradesh.up.gov.in-এ ৩ লক্ষেরও বেশি পরামর্শ এসেছে। এর মধ্যে ২ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি প্রতিক্রিয়া গ্রামীণ এলাকা থেকে এসেছে। পাশাপাশি ৬০ হাজারের বেশি প্রতিক্রিয়া পাঠিয়েছেন শহরাঞ্চলের মানুষ।পোর্টালে আসা নাগরিকদের পরামর্শগুলিকে বয়সের হিসাবে ভাগ করে দেখা গিয়েছে, ৩১ বছরেরও কম বয়সি যুবদের কাছ থেকে ১ লক্ষ ১২ হাজারেরও বেশি মতামত এসেছে। ৩১ থেকে ৬০ বছর বয়সী ১ লক্ষ ৬৬ হাজারেরও বেশি নাগরিক মতামত জানিয়েছেন। ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের কাছ থেকে বাকি মতামত এসেছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে এই পরামর্শগুলিকে সামাজিক ক্ষেত্র হিসেবে ভাগ করলে সবথেকে বেশি পরমর্শ এসেছে শিক্ষা ক্ষেত্র নিয়ে। এরপরেই রয়েছে গ্রাম এবং নগর উন্নয়, কৃষি-সহ অন্যান্য বিষয়। জানা গিয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে ১ লক্ষ ১০ হাজার পরামর্শ এসেছে। নগর ও গ্রামীণ উন্নয়ন ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৫২ হাজারেরও বেশি। কৃষিক্ষেত্রে ৫১ হাজার, সমাজকল্যাণ প্রসঙ্গে ২৫ হাজার, স্বাস্থ্যসেবা প্রসঙ্গে ২৩ হাজার এবং তথ্যপ্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৬ হাজারেরও বেশি পরামর্শ এসেছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চল্লিশতম পর্ব)

সুতরাং তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত হবেন না।

কালীপ্রসাদ কায়স্থদের জন্য অত চিন্তিত নন। কারণ রাজা নবকৃষ্ণের অনুগত ছাড়া অন্য কায়স্থদল শ্রাদ্ধকাজে উপস্থিত থাকবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদলের জন্য তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন।

কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা শোভাবাজার রাজবাড়ির বৃত্তিভোগী ও অনুগত। ব্রাহ্মণরা উপস্থিত না থাকলে এবং দান গ্রহণ না করলে কি করে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবেন তা ভেবে উঠতে পারছেন না।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সরকার উজ্জ্বলার অধীনে অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগের অনুমোদন দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মহিলাদের সশক্তিকরণে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (পিএমইউওয়াই)-য় ২৫ লক্ষ অতিরিক্ত এলপিজি সংযোগের অনুমোদন দিয়েছে সরকার।

এই উপলক্ষে মহিলা সুবিধাপ্রাপকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স-এ পোস্ট করেছেন :

"নবরাত্রির শুভ দিনে আমি উজ্জ্বলা পরিবারে যোগদানের জন্য সকল মা-বোনকে শুভেচ্ছা জানাই। এই পদক্ষেপ পবিত্র উৎসবে তাঁদের আনন্দে দেবে শুধু তাই নয়, মহিলা সশক্তিকরণে আমাদের সঙ্কল্পকেও আরও দৃঢ় করবে।"

এর আগে, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। "নবরাত্রিতে বিনা ডিপোজিটে ২৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের দেবী দুর্গার মতোই যে শ্রদ্ধা করেন, তারই প্রমাণ। এতে আমাদের মা-বোনেদের মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হবে। ভারতে উজ্জ্বলা অন্যতম প্রভাবশালী সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি হয়ে উঠেছে – রান্নাঘরে রূপান্তর ঘটিয়েছে, স্বাস্থ্যের সুরক্ষা করছে এবং সারা দেশের পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করছে।"

এই নিয়ে পিএমইউওয়াই-তে গ্যাস সংযোগের সংখ্যা দাঁড়াল ১০.৫৮ কোটি। এর জন্য সরকারের খরচ হচ্ছে ৬৭৬ কোটি টাকা। এই কর্মসূচিতে ১৪.২ কেজি ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডারে ৩০০ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয় (৫ কেজির সিলিন্ডারে আনুপাতিক হারে)। বছরে ৯টি পর্যন্ত সিলিন্ডার দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমবার রিফিল

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ব্রহ্মাণ্ড যখন ছিল না, তখন মা মুণ্ডমালা কোথায় পেলেন, এই প্রশ্ন করেছেন কমলাকান্ত, কাজেই বলতে পারি এই সসীম মূর্তিরূপেও কালীর অসীম অব্যক্ত জগদকারণ সত্তাটি পরোক্ষভাবে, হয়ত দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই উদ্ভাসিত হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে ৫১০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন

নতুন দিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে ৫১০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি পবিত্র ডোনাই পোলোর কাছে সকলের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, হেলিপ্যাড থেকে মাঠে আসার সময় অগণিত মানুষের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। অরুণাচল প্রদেশের অতিথি বৎসল নাগরিকরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। শিশু, কিশোররা জাতীয় পতাকা হাতে তাঁর সামনে উপস্থিত ছিল। অরুণাচল ভারতের উদীয়মান সূর্যের অঞ্চল। এই রাজ্যের নাগরিকরা দেশ প্রেমিক। জাতীয় পতাকার প্রথম যে রং গেরুয়া, সেই গেরুয়া অরুণাচল প্রদেশের মানুষের ভাবনার প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অরুণাচলের প্রতিটি নাগরিক সারল্য ও শৌর্যের প্রতীক। রাজ্যের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, যখনই তিনি এই রাজ্য সফর করেন তখন অনাবিল এক আনন্দ অনুভব করেন। রাজ্যের মানুষের সঙ্গে যখন তিনি সাক্ষাৎ করেন, সেই মুহূর্তগুলি তাঁর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। "তাওয়াং গুম্ফা থেকে নামসাই-এর গোল্ডেন প্যাগোডা – সর্বত্রই অরুণাচল প্রদেশের শান্তি এবং সংস্কৃতির প্রতিফলন পাওয়া যায়।" প্রধানমন্ত্রী এই পবিত্র ভূমির প্রতি প্রণাম জানিয়ে বলেন, ভারতমাতার অত্যন্ত গর্বের স্থান এটি।

অরুণাচল প্রদেশের সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর সঙ্গে ৩ টি কারণ রয়েছে। আজ পবিত্র নবরাত্রির প্রথম দিন। আজকের দিনে এই সুন্দর পার্বত্য অঞ্চলে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। হিমালয় কন্যা মা শৈলপুত্রীর ভক্তরা আজ তাঁর আরাধনা করছেন। দ্বিতীয়ত, দেশজুড়ে আজ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার কার্যকর হয়েছে। তিনি বলেন, জিএসটি সাশ্রয় উৎসবের সূচনা হল আজ। উৎসবের এই মরশুমে নাগরিকরা দ্বিগুণ আনন্দ পাবে। তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী বলেন, অরুণাচল প্রদেশে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যটন ও স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন হল আজ। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই সরকার থাকলে তার থেকে যে দ্বিগুণ সুবিধা পাওয়া যায়, এর মাধ্যমে তার প্রমাণ মেলে। জিএসটি সাশ্রয়ের উৎসব ভারতবাসীর মধ্যে আনন্দ, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য নিয়ে আসবে।

অরুণাচল প্রদেশ সূর্যের প্রথম রশ্মি গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে দ্রুত উন্নয়নের সুফল এই অঞ্চলে এসে পৌঁছায়নি। ২০১৪ সালের আগেও প্রধানমন্ত্রী বহুবার অরুণাচল প্রদেশে এসেছেন। সেই সময় জমি, কঠোর পরিশ্রমী নাগরিক এবং বিপুল সম্ভাবনার এই রাজ্যে তিনি দেখেছেন প্রকৃতির অপার আশীর্বাদ রাজ্যের উপর বর্ষিত হয়েছে। অথচ সেই সময়ে দিল্লির শাসকরা অরুণাচলকে অবহেলা করেছেন। এই রাজ্যের জনসংখ্যা কম হওয়ার কারণে এখানে লোকসভার মাত্র ২ টি আসন রয়েছে। তিনি সেই সব রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করেন, যারা সাংসদ কম থাকার কারণে এই রাজ্যকে অবহেলা করত। অরুণাচল সহ সমগ্র উত্তর পূর্বের সম্পর্কে এই মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। সেই মনোভাবের কারণেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে উন্নয়ন হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে দেশের জন্য সেবা করার সুযোগ পাওয়ায় তিনি সিদ্ধান্ত নেন দেশকে বৈষম্যের এই ভাবনা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। তাঁর সরকারের নীতি 'দেশ সর্বাগ্রে।' লোকসভার আসন বা তাঁর দল কত ভোট পেয়েছে – এই বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে তাঁরা সরকার চালান না। তাঁর সরকারের মূল মন্ত্র 'নাগরিক দেব ভব'। যারা অতীতে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি পেতেন না, আজ তাঁরা মোদী তাঁদের বন্দনা করছেন। বিরোধী শাসনে থাকার সময় উত্তরপূর্বাঞ্চল অবহেলার শিকার হয়েছে। ২০২৪-এর পরবর্তী সময়কালে এই অঞ্চল উন্নয়নের তালিকায় অগ্রাধিকার পেয়েছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের বাজেট বরাদ্দ বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার আর দিল্লির মধ্যে আবদ্ধ নেই। উত্তরপূর্বাঞ্চলে মন্ত্রী ও আধিকারিকরা ঘন ঘন সফর করেন।

পূর্বতন সরকারের আমলে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দুই থেকে তিন মাস অন্তর মাত্র একবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করতেন,। শ্রী মোদী বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ৮০০ বারেরও বেশি উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন। এই সফরগুলি প্রতীকী নয়; মন্ত্রীরা এখানে রাত্রিযাপন করে এই অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। তিনি নিজে ৭০ বারেরও বেশি উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন। গত সপ্তাহে তিনি মিজোরাম, মণিপুর এবং আসাম ভ্রমণ করেছেন এবং গুয়াহাটিতে রাত কাটিয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, তাঁর সরকার এই অঞ্চলের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান দূর করেছে এবং দিল্লিকে জনগণের আরও কাছে নিয়ে এসেছে।

উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যকে অষ্টলক্ষ্মী হিসেবে সম্মান জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলকে উন্নয়ন যাত্রায় পিছিয়ে রাখা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলের অগ্রগতির জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের সংগৃহীত করের একটি অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী শাসনকালে, অরুণাচল প্রদেশ দশ বছরে কেন্দ্রীয় কর থেকে মাত্র ৬,০০০ কোটি টাকা পেয়েছিল। বিপরীতে, তাদের সরকারের সময়কালে, এই রাজ্য একই সময়ে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি পেয়েছে – যা ১৬ গুণ বেশি। এই পরিমাণ কেবল করের অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। রাজ্যে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং প্রধান প্রধান পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির আওতায় অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কারণেই আজ অরুণাচল প্রদেশ এত ব্যাপক এবং দ্রুত উন্নয়নের সাক্ষী হচ্ছে।

উদ্দেশ্য যখন মহৎ এবং প্রচেষ্টা যখন সৎ হয়, তখন ফলাফল সকলেই অনুভব করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, কারণ সুশাসনের উপর এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সরকারের কাছে নাগরিকদের কল্যাণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। জীবনযাত্রাকে সহজ করার জন্য, সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য অসুবিধা কমাতে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে, এবং ব্যবসা বাণিজ্যকে সহজতর করার জন্য, নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি সক্রিয়ভাবে এই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে। যেসব অঞ্চলে একসময় রাস্তাঘাট ছিল না, সেখানে এখন উন্নতমানের মহাসড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। সেলা টানেলের মতো পরিকাঠামো, যা একসময় অসম্ভব বলে ভাবা হত, তা আজ অরুণাচলের উন্নয়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

উড়ান প্রকল্পের আওতায় অরুণাচল প্রদেশ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হেলিপোর্ট স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয়েছে। শ্রী মোদী জানান, হলঙ্গি বিমানবন্দরে একটি নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মিত হয়েছে, ফলে দিল্লির জন্য সরাসরি বিমান পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে নিয়মিত যাত্রী, শিক্ষার্থী এবং পর্যটকরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন, পাশাপাশি স্থানীয় কৃষক এবং ক্ষুদ্র শিল্পও লাভবান হচ্ছে। দেশের প্রধান প্রধান বাজারে ফল, শাকসবজি এবং অন্যান্য পণ্য পরিবহন এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যুদ্ধ ছাড়াই ভারতের অংশ হবে অধিকৃত কাশ্মীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

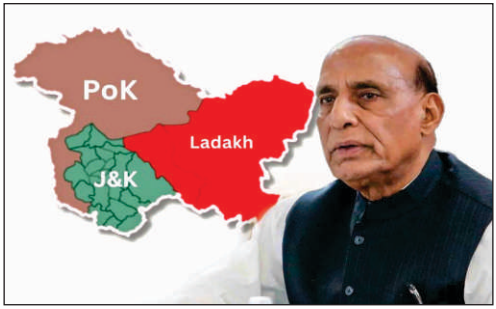

পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে নিজের অংশ করতে কোনও আগ্রাসনের প্রয়োজন নেই। একদিন অধিকৃত কাশ্মীর নিজে থেকেই বলবে আমি ভারতের।' সোমবার মরক্কো সফরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি সেই পথেই এগোচ্ছে বলে বার্তা দিলেন রাজনাথ।তবে শুধু অধিকৃত কাশ্মীর নয়, অপারেশন সিঁদুর যে কোনও দিন শুরু হতে পারে বলে বার্তা দিয়েছেন রাজনাথ। তিনি বলেন, "ভারত যেকোনও সময় অপারেশন সিন্দুরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপ শুরু করতে পারে। পাকিস্তান যদি সন্ত্রাসী হামলা চালানোর বা অনুপ্রবেশকারীদের পাঠানোর সাহস দেখায়, তাহলে ভারত আবারও অপারেশন সিন্দুর শুরু করতে দ্বিধা করবে না।"শুরু তাই নয় হুঁশিয়ারির সুরে জানালেন, অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি। পাকিস্তান বাড়াবাড়ি করলে সিঁদুরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপ ফের শুরু হতে পারে।

৫ বছর আগে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠানে নিজের ভাষণের কথা স্মরণ করিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, "৫ বছর আগে সেনার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় আমি বলেছিলাম, আমাদের পাক অধিকৃত কাশ্মীরে কোনও হামলা চালানোর প্রয়োজন নেই। ওটা আমাদেরই পিওকে একদিন নিজে থেকেই বলবে আমি ভারতের অংশ।" মরক্কোয় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি আরও বলেন, "সেখানকার মানুষই বর্তমান প্রশাসনের থেকে স্বাধীনতার দাবি তুলেছেন। পিওকের সেই স্লোগান আপনারাও নিশ্চয়ই শুনেছেন।"উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, সেখানে পর্যাপ্ত খাবার নেই, জলের উৎস দখল করে শোষণ করা হচ্ছে। মিলছে না প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। চড়া দাম বিভিন্ন জিনিসের। শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা। তার উপর অবাস্তব কর চাপানো হয়েছে। যার জেরে দিন দিন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। এই অবস্থায় পাক সরকারের শাসনে থাকতে নারাজ তাঁরা। গতবছরও অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্তি পেতে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। যদিও কঠোরভাবে তাঁদের দম করে পাক সরকার। সেই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই রাজনাথের এই বার্তা নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

নিজের দেশের মানুষের উপরেই বোমা মারল পাক সেনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিজের দেশেই বোমা ফেলে ৩০ জনকে মেরে ফেলল পাকিস্তানি বায়ুসেনা। নিহতদের অধিকাংশই শিশু ও মহিলা। সেনার দাবি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে ওই বোমা তাদের ফেলতে হয়েছে। তা বলে সাধারণ মানুষের উপরে বোমা! প্রশ্ন উঠছে দেশের মধ্যেই।স্থানীয় বিধায়ক ইকাবাল আফ্রিদি পাক সেনার ওই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন দেশের সেনা দেশের মানুষের উপরেই এতবড় হামলা চালায় কীভাবে! সেনার বোমাবর্ষণে মৃত্যু হয়েছে বহু শিশু ও মহিলার। এর থেকে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না। এর থেকে মানবতা বিরোধী আর কিছু হতে পারে না। এই হামলার ভাষা নেই।রবিবার রাতে পাক-আফগান সীমান্তের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের পাক পুলিসের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেই জইশ-ই-মহম্মদ এর জঙ্গি নিয়োগ করা হচ্ছিল।ওই ওই রাতেই ল্যান্ডি কোটালের মাতৃ ডেরা এলাকায় একটি গ্রামে বোমা ফেলে পাক বায়ুসেনা। রাত ২টো নাগাদ হওয়া ওই হামলায় মৃত্যু হয় ৩০ জনের। যে গ্রামে বোমা ফেলা হয়েছে সেটি পাক-আফগান সীমান্তের তিরা উপত্যকায়। জানা যাচ্ছে পাক বায়ুসেনা তার জেএফ ১৭ বিমান থেকে ৮টি এলএস-৬ বোমা ফেলে। তাতেই ধুলিস্যাত্ হয়ে যায় গ্রামের একটি বিরাট অংশ। পাক সেনার দাবি ওই বোমা বর্ষণ হল একটি অপারেশন। তেহরিক ই তালিবান এর বিরুদ্ধেই ওই অপারেশন চালানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে তাহলে শিশু-মহিলারা কেন অপরাধে প্রাণ হারাল! কোনও উত্তর নেই।

(৪ পাতার পর)

সরকার উজ্জ্বলার অধীনে অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগের অনুমোদন দিয়েছে

করতে এবং স্টোভের জন্য কোনও খরচ দিতে হয় না। ২০১৬ সালের মে মাসে ৮ কোটির লক্ষ নিয়ে পিএমইউওয়াই-এর সূচনা হয়েছিল যা পূরণ হয় ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে। এরপরে ২০২১-এর আগস্টে ১ কোটি অতিরিক্ত গ্যাস সংযোগ দিতে উজ্জ্বলা-২-এর সূচনা হয়, যা পূরণ হয় ২০২২-এর জানুয়ারিতে। এরপরে ৬০ লক্ষ অতিরিক্ত সংযোগ অনুমোদন করে সরকার, যা ২০২২-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই অর্জিত হয়। এরপরেও ৭৫ লক্ষ সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্য পূরণ হয় ২০২৪-এর জুলাইতে। ২০২৫-এর জুলাই পর্যন্ত এই কর্মসূচির আওতায় ১০.৩৩ কোটির বেশি সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সুবিধাপ্রাপকরা www.pmuy.gov.in-এই পোর্টালে ক্লিক করুন অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলির এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সিনেমার খবর

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন শাহরুখ খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান বন্যাবিধ্বস্ত ভারতের পাঞ্জাবের মানুষের পাশে দাঁড়ালেন। 'কিং' সিনেমার শুটিং কিংবা ছেলে আরিয়ান খানের প্রথম পরিচালিত সিরিজের প্রচারের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, তার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'মীর ফাউন্ডেশন'র মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মানবসেবায় নিয়োজিত তিনি।

গত ৩৭ বছরের মধ্যে এত ভয়াবহ বন্যা দেখেনি পাঞ্জাব। লাগাতার বৃষ্টির কারণে পানির নিচে চলে গেছে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা। জানা গেল, সেখানকার বানভাসি ১৫০০টি পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিং খান।

ইতোমধ্যেই 'মীর ফাউন্ডেশন' পাঞ্জাবের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্ধার কার্য শুরু করেছে বলে খবর বলিউড মাধ্যম সূত্রে। এছাড়াও বিশুদ্ধ পানি, খাবার, ফোল্টিং কাট, তোষক, মশারিসহ নানা প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা হচ্ছে শাহরুখের টিমের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি দুস্থদের চিকিৎসার দায়ভারও বহন করছেন কিং খান।

শাহরুখ খানের পক্ষে এই পরিষেবা পৌঁছে যাচ্ছে অমৃতসর, পাতিয়ালা, ফজিলকা, ফিরোজপুরসহ পাঞ্জাবের একাধিক বন্যাকবলিত অঞ্চলের ১৫০০ পরিবারের কাছে। কিং খানের 'মীর ফাউন্ডেশনে'র প্রতিশ্রুতি, বন্যার্ত পরিবারগুলোকে পুণরায় মাথার ওপর ছাদ গড়ে দিতে সাহায্য করা হবে।

চলতি মাসের শুরুতে শাহরুখ খান টুইটারে পাঞ্জাবের হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি নিয়ে একটি বার্তা শেয়ার করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'পাঞ্জাবের এই ভয়াবহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি প্রাণের জন্য আমার হৃদয় ব্যথিত। প্রার্থনা ও শক্তি পাঠাচ্ছ, পাঞ্জাবের আত্মা কখনও ভাঙবে না, সৃষ্টকর্তা তাদের আশীর্বাদ করুন।'

ফের বিপদে কপিল শর্মা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এইতো কিছুদিন আগে একদল দুর্বৃত্ত কানাডায় কপিল শর্মার ক্যাফেতে গুলি চালায়। সেই দেশ থেকে কপিলকে ব্যবসা গোটানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে একাধিকবার। এবার ফের বিপদের মুখে তিনি। মুম্বাইয়েও শান্তি নেই তার। মুম্বাই নবনির্মাণ সেনার রোষানলের মুখে তারকা। সংগঠনটিরর দাবি, কপিল তার শো-তে মুম্বাইকে একাধিক বার 'বম্বে' অথবা 'বোম্বাই' বলে অভিহিত করেছেন। তাতেই ক্ষুব্ধ তারা। আবার যদি কপিল মুম্বাইয়ের নাম বিকৃত করেন তা হলে তার শো বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছে তারা।

নবনির্মাণ সেনার দাবি, "শহরটার নাম মুম্বাই। সেই নামেই ডাকুন। এটা আপত্তি নয়, এটা ভেতরের ক্ষোভ থেকে বলছি। যদি আপনি বেঙ্গালুরু, কলকাতা, চেন্নাইয়ের ক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণ করতে পারেন, তা হলে মুম্বাই নয় কেন!"

ওই সংগঠনটি এ-ও জানায়, যদি এটা কপিলের অজান্তে করা ভুল হয়, তবে তা যেন তিনি দ্রুত শুধরে নেন। নবনির্মাণ সেনার পক্ষ থেকে অমর খোপেকর বলেন, "মুম্বাইয়ে এক বছর ধরে কাজ করছেন। এটা আপনার কর্মভূমি। এখানকার মানুষ এত ভালবেসে আপনার অনুষ্ঠান দেখেন। সেই শহরকে, সেখানকার মানুষকে অপমান করছেন! আপনাকে শেষ বার বলছি, শুধরে যান কপিল শর্মা।"

চলতি বছরের জুন মাস থেকে শুরু হয়েছে কপিল শর্মা শোয়ের নতুন সিজন। তার পর থেকেই একের পর ফাঁড়া যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। যদিও নবনির্মাণ সেনার হুমকির প্রেক্ষিতে কপিলের তরফ থেকে কোনও বিবৃতি মেলেনি।

তবে কি ভেঙে যাচ্ছে মোনালির ৯ বছরের সংসার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুইজারল্যান্ডে ঘুরতে গিয়ে একটি রেস্তোরাঁর কর্ণধার মাইক রিখটার সঙ্গে ভারতের সংগীতশিল্পী মোনালি ঠাকুরের পরিচয়। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব-প্রেম। পরে ২০১৭ সালে বিয়ে করেন তারা। কিন্তু বেশকিছুদিন হল গুঞ্জন- ভেঙে যাচ্ছে তাদের ৯ বছরের সংসার। তবে সম্পর্কের ভাঙার খবর নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি তারা।

বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই মোনালির একটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরি নজর কেড়েছে সবার। তবে পোস্টের বিষয় দেখে অনেকেরই অনুমান, গায়িকা হয়ত বা এভাবেই তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণ তুলে ধরলেন।

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি প্রতীকী ভিডিও শেয়ার করেন তিনি। ক্যাপশনে 'কারণ' লেখাটা দেখে অনেকেরই মনে হয়েছে মোনালির সংসার ভাঙার কারণ হয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

মোনালি ও মাইকের ঘনিষ্ঠ জনের বরাত দিয়ে হিন্দুস্থান টাইমস এক প্রতিবেদনে জানায়, 'বছরের পর বছর ধরে চলা নানা ঘটনায় তাদের মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে। এখন আর কেউ তাদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে কথাও বলেন না। দু'জন মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলে বিয়ের ক্ষেত্রে এমন পরিণতি হয়।' প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মাইককে আনফলো করেছেন মোনালি। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে আনফলো করা সতর্কবার্তা বলা চলে।

ভারতের ইতিহাস, পাকিস্তানের লজ্জা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত যে বিন্দুতে দাঁড়িয়ে গৌরবের ইতিহাস লিখলো, ঠিক সেখানেই দাঁড়িই চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে লজ্জার রেকর্ড গড়ল পাকিস্তান।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে এর আগে টানা পাঁচ ম্যাচের বেশি জেতেনি কেউ। তবে রবিবারের ম্যাচে সেসেই সমীকরণ বদলে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তানকে ডুবিয়েছে ঘোরতর লজ্জায়।

করমর্দন ইস্যুতে এশিয়া কাপে পাকিস্তান মাঠের বাইরে ঝড় তুললেও খেলার মাঠে করেছে অসহায় আত্মসমর্পণ।

এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে প্রতিবেশীদের বিপক্ষে টানা ষষ্ঠ ম্যাচ জিতে নতুন ইতিহাস গড়ল ভারত।

১৭২ রান তাড়া করার ম্যাচে উদ্বোধনী জুটিই ৯.৫ ওভারে ১০৫ রান তুলে ফেলে ভারত। অবশ্য ব্যক্তিগত ফিফটির আগেই বিদায় নেন ওপেনার শুভমান গিল। ফাহিম আশরাফের শিকার হওয়ার আগে ২৮ বলে ৮ বাউন্ডারিতে ৪৭ রান করেন তিনি। এরপর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব হারিস রউফের বলে শূন্যহাতেই বিদায় নেন।

ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা। তার ৩৯ বলে ৬ বাউন্ডারি ও ৫ ছক্কায় রাঙ্গানো ইনিংস থামে আবরার আহমেদের বলে হারিস রউফের ক্যাচ দিয়ে। এরপর তিলক ভার্মা (৩০*), সঞ্জু স্যামসন (১৩) ও হার্দিক পান্ডিয়া (৭*) জয়ের বন্দরে নিয়ে যান ভারতকে।

এর আগে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ১৭১ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ পায় পাকিস্তান।

হ্যান্ডশেক ইস্যু নিয়ে জল ঘোলা কম হয়নি। তবে আগের ম্যাচের মতো এ ম্যাচেও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের কেউ। টসের সময় কিংবা ম্যাচ শেষে করমর্দন করতে দেখা যায়নি দুই দলের কাউকেই।

‘পাওয়ার প্লে-তে ওরা আমাদের হাত থেকে ম্যাচটা কেড়ে নিয়েছে’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপে সুপার ফোরে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের ১৭২ রানের জবাবে ভারত ৭ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। নখদন্তহীন বোলিংয়ে কোনো লড়াই জমাতে পারেনি সালমান আলি আগার শিষ্যরা।

ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান বলেন, “আমরা এখনও নিখুঁত ম্যাচ খেলতে পারিনি। তবে আস্তে আস্তে সে দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আজ শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলাম। কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে ওরা আমাদের হাত থেকে ম্যাচটা কেড়ে নিল। ব্যাটিংয়ের সময় প্রথম ১০ ওভারের পর আমরা যে জায়গায় ছিলাম, সে দিকে তাকালে মনে হয় আরও অন্তত ১০-১৫ রান করা উচিত ছিল। এই পিচে ১৭০-১৮০ লড়াকু স্কোর। তবে ওরা পাওয়ার প্লে-তে ভাল ব্যাট করেছে, যেটা দু’দলের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “যেভাবে ফখর জামান, সাহিবজাদা ফারহান ব্যাট করেছে, হ্যারিস রউফ বল করেছে, তাতে ইতিবাচক দিক অনেক রয়েছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পরের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে আছি। অন্য শহরে, অন্য পরিস্থিতিতে গিয়ে সেই ম্যাচটা খেলতে হবে।”

এর আগে গ্রুপ পর্বে ভারতের কাছে হেরেছিল পাকিস্তান।

গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন শচীন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রজার বিনির জায়গায় বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়ার (বিসিসিআই) নতুন সভাপতি শচীন টেন্ডুলকার হচ্ছেন বলে এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছু দিন ধরেই। তবে এটিকে শুধুই গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতের কিংবদন্তি এই ব্যাটসম্যান।

এই বিষয়ে টেন্ডুলকার নিজে কোনো মন্তব্য না করলেও তার পরিচালিত এসআরটি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড এক বিবৃতিতে সবাইকে উড়ো খবরে কান না দেওয়ার অনুরোধ করেছে।

সংস্থাটি জানায়- বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়ার (বিসিসিআই) সভাপতি পদে শচীন টেন্ডুলকারের নাম বিবেচনা করা বা মনোনীত করা সম্পর্কে কিছু প্রতিবেদন ও গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, যা আমাদের নজরে এসেছে। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, এমন কোনো কিছুই হয়নি। ভিত্তিহীন জল্পনা-কল্পনা বিশ্বাস না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি আমরা।

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর হবে বিসিসিআই নির্বাচন। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সচিব, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদের জন্য হবে ভোটগ্রহণ। ২০২২ সালের অক্টোবরে সৌরভ গাঙ্গুলি দায়িত্ব ছাড়ার পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিসিআই সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার রজার বিনি।

এমনিতে বিসিসিআই সভাপতির মেয়াদ তিন বছর হলেও, তা পূর্ণ হওয়ার আগেই এই মাসের শুরুতে বিনি দায়িত্ব ছাড়েন মূলত বয়সের কারণে। বিসিসিআইয়ের গঠনতন্ত্রে কোনো ব্যক্তির ৭০ বছরের বেশি বয়সে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ নেই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR